“আন্তর্জাতিক নারী দিবস” ২০০৩ আমাদের করণীয়

আজ থেকে শতবর্ষ আগে বিশ্বের শ্রমজীবি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশের নারীরা বিপ্লবী আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ৮ই মার্চকে একটি বিশেষ দিবসে রূপ দিয়েছে তা হলো “আন্তর্জাতিক নারী দিবস”। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ দিবসটির মূল চেতণা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, তাদের প্রতি যে সকল বৈষম্য রয়েছে তার অবসান করা। যার প্রতিফলন ঘটেছিল ১৮৫৭ সালের নিউইয়র্কের একটি সূচঁ কারখানায় নারী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সেদিনের সূচঁ কারখানার নারী শ্রমিকদের যে বঞ্চনা, তা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, এটি ছিল নারী সমাজের সার্বিক অবস্থানেরই এক বাস্তব প্রতিফলন। অধিকার আদায়ে সংঘবদ্ধ নারী শ্রমিকদের পথ রোধ করতে পারেনি কোনো পুলিশি নির্যাতনই। বরং তাঁদের প্রতিবাদী কণ্ঠ পৌঁছে গেছে বিশ্ব দরবারে- তাড়িত হয়েছে বিশ্ব বিবেক। ফলশ্রুতিতে তাদেরঁ প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ১৯১০ সালে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন এই দিনটিকে “আর্ন্তজাতিক নারী দিবস” হিসেবে পালন করার ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ জাতিসংঘ এ দিবসটিকে “আন্তর্জাতিক নারী দিবস” হিসেবে ঘোষণা করে।

বাংলাদেশ প্রথম থেকেই জাতিসংঘ এবং বিশ্ব সমাজের সদস্য হিসেবে নারীর অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় নারী পূরুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য দুর করে সম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর ‘সিডো’ সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর করে। অথচ এক বিংশ শতকে দাড়িয়েঁও এ দৃশ্য বিরাজমান যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা ব্যাপকভাবে অবদমিত এবং নিগৃহীত। বাংলাদেশের নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরনের কতগুলো সুস্পষ্ট তথ্য দেওয়া হলো:
ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে নারী শিক্ষার হার ৪৮ ভাগ যার বিপরীতে পূরুষের শিক্ষার হার ৬৩ ভাগ। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর জন্য খরচ ৩১ শতাংশ আর পূরুষের জন্য খরচ ৬৯ শতাংশ।
স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও নারীরা যথাযথ সেবা পায়না। এ দেশের শতকরা ৮৭ভাগ নারী সন্তান প্রসবের সময় দক্ষ দাইয়ের সহায়তা পায় না। ফলে প্রসব কালে প্রতি ঘন্টায় ৩ জন নারী মৃত্যুবরণ করে।

বাংলাদেশের শতকরা ৫৮ ভাগ নারী গর্ভবতী নারী রক্ত শূন্যতায় ভোগে। গর্বকালে সে কোনো অতিরিক্ত খাবার খায় বা যত্ন পায় না। ফলে এদেশের শতকরা ৫০ ভাগ শিশু স্বল্প ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

পরিবারে আয়মূলক নানা কর্মকান্ডে নারীর গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ সত্ত্বেও অকৃষি কাজে কর্মরত নারীর গড় মজুরী পুরুষদের তুলনায় মাত্র শতকরা ৪২ ভাগ। একটি সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত যে, নারীরা পুরুষের তুলনায় সপ্তাহে ২১ ঘন্টা বেশি পরিশ্রম করে।

নারী নির্যাতন আমাদের সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। ইএনএফপি-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতায় আমাদের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। পাপুয়া নিউগিনির পর। আমাদের দেশে শতকরা ৪৭ ভাগ নারী জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে পুরুষের দ্বারা নির্যাতিত হয়। মোট নারী হত্যার প্রায় ৫০ ভাগ ঘটে থাকে পারিবারিক সহিংসতার কারনে। শুধু নারীরাই নয় কন্যাশিশু এবং বিধবারাও বিভিন্ন মুখী সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য অনুযায়ী গত ২০০২ মোট ৬৮৬ জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। অন্য একটি সমীক্ষা থেকে পাওয়া যায় অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক বিধবাদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ যৌন হয়রানির শিকার হয়।

উল্লেখিত তথ্য থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, শুধুমাত্র লিঙ্গ ভেদের কারনে শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অনেক নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি নৃশংস আচরন করা হয়। অথচ বিশ্বব্যাপী আজ স্বীকার করতে শুরু করেছে যে, নারীদের সমঅধিকার ও পূর্ণ অংশগ্রহণ মানব সমাজের অগ্রগতির অন্যতম পূর্বশর্ত। তারাই মূলত ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনের রুপকার। তাই প্রয়োজন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। তাঁদের প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন করা এবং তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্ষমতায়িত করা। এ লক্ষ্যে আমরা প্রত্যেকেরই ব্যাক্তিগত পর্যায় থেকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কিছু আশু পদক্ষেপ গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারি:

১. শ্রমের ন্যায্য মজুরী প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করব

২. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যথাযথ সুযোগ সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে সহযোগিতা করব।

৩. নারীদের আত্ম কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করব

৪. বাল্য বিবাহ বন্ধ এবং যৌতুকবিহীন বিয়ে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

৫. নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

আসুন, আজকের এই নারী দিবসে আমরা সমবেতভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই নারী সমাজকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করব। যার ফলে নারীর প্রতি হাজার বছরের শিকড় গজানো বৈষম্যের অবসান ঘটবে, সূচিত হবে ক্ষধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশের এক নূতন অধ্যায়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন

অঞ্চল	ইভেন্ট টার্গেট	প্রস্তাবিত খরচ
উত্তরাঞ্চল	২০	প্রতি ইভেন্টের জন্য ৪০০ টাকা
দক্ষিণাঞ্চল	২০	
পূর্বাঞ্চল	৪০	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল	২০	
ইয়্যুথ	৪০	
ঢাকা	০১	

১৪০ টি ইভেন্টের জন্য ব্যানার বাবদ ৪০০	৫৪, ০০০ টাকা
ঢাকা অঞ্চলের জন্য -	৩,০০০ টাকা
লিফলেট ৪০,০০০ কপি @ .৭০	২৮,০০০ টাকা
মোট :	৮৫,০০০ টাকা

উল্লেখিত প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন করার জন্য অনুরোধ করছি।

নাছিমা আক্তার জলি
প্রোগ্রাম ম্যানেজার
১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে প্রস্তাবিত কর্মসূচি:

জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়

- র‍্যালি / আলোচনা সভা
- আর্ট কম্পিটিশন
- দম্পতি র‍্যালি
- পথ নাটক

প্রায় ১৪০ টি এলাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হবে।

কেন্দ্রীয়ভাবে:

- আলোচনা সভা

করণীয়:

১. সকল উজ্জীবকদের চিঠি পাঠানো
২. বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিদেরকে চিঠি পাঠানো।
৩. ব্যানার তৈরী করা
৪. ফেষ্টুন তৈরী করা
৫. ভেন্যু ঠিক করা
৬. লিফলেট তৈরী করা
৭. সময়
৮. ইয়্যুথদেরকে প্রস্তত করা
৯. ভিআইপি গেষ্টদেরকে দাওয়াত করা
১০. ছবি তোলা
১১. প্রেস রিলিজ
১২. সাংবাদিকদের দাওয়াত করা।
১৩. বাচ্চাদের আর্ট কম্পিটিশনের ব্যবস্থা করা
১৪. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।
১৫. র‍্যালি করা।
১৬. প্রধান অতিথি নির্ধারন করা।
১৭. বিশেষ অতিথি নির্ধারন করা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস - আমাদের করণীয়

প্রতি বছরের মতো এবারও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিশ্বব্যাপী ৮ই মার্চ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ বছরে নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো: **নারী অধিকার নয়, বল মানবাধিকার**। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ দিবসটির মূল চেতনা হলো নারী পূরুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে ১৮৫৭ সালের এই দিনে নিউইয়র্কের একটি সূঁচ কারখানায় নারী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছিল সংগঠিতরূপে নারী সমাজের সমতা অর্জন ও ভাগ্যোন্নয়নের প্রয়াস। সেদিনের সূঁচ কারখানার নারী শ্রমিকদের প্রতি যে বঞ্চনা ও সহিংসতা, তা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ছিল না, এটি ছিল নারী সমাজের সার্বিক অবস্থানেরই এক বাস্তব প্রতিফলন। সেদিন কোনো পুলিশি নির্যাতনই অধিকার আদায়ে সংঘবদ্ধ নারী শ্রমিকদের পথ রোধ করতে পারেনি। বরং তাঁদের প্রতিবাদী কণ্ঠ পৌঁছে গেছে বিশ্ব দরবারে, তাড়িত হয়েছে বিশ্ব বিবেক। ফলশ্রুতিতে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ১৯১০ সালে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন এই দিনটিকে "আর্ন্তজাতিক নারী দিবস" হিসেবে পালন করার ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ জাতিসংঘ এ দিবসটিকে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পরই প্রণীত সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয় যে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পূরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না"। (২৮-১ অনুচ্ছেদ) এছাড়াও বাংলাদেশ প্রথম থেকেই জাতিসংঘ এবং অন্যান্য বিশ্ব সংস্থার সদস্য হিসেবে নারীর অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় নারী পূরুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য দুর করে সম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর 'সিডো' সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর করে। অথচ প্রকৃত বাস্তবতা হলো এখন পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা ব্যাপকভাবে অবদমিত এবং নিগৃহীত। ইউনিসেফের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশের নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরনের কতগুলো সুস্পষ্ট দিক উল্লেখ করা হলো:

- শিক্ষাক্ষেত্রে নারী শিক্ষার হার ৪৮ ভাগ যার বিপরীতে পুরুষের শিক্ষার হার ৬৩ ভাগ। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর জন্য খরচ ৩১ শতাংশ আর পুরুষের জন্য খরচ ৬৯ শতাংশ।

- স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও নারীরা যথাযথ সেবা পায়না। এ দেশের শতকরা ৮৭ ভাগ নারী সন্তান প্রসবের সময় দক্ষ দাইয়ের সহায়তা পায় না। ফলে প্রসবকালে প্রতি ঘন্টায় ৩ জন নারী মৃত্যুবরণ করে।

- বাংলাদেশের শতকরা ৫৮ ভাগ নারী গর্ভাবস্থায় রক্তশূন্যতায় ভোগে। গর্ভকালে সে কোনো অতিরিক্ত খাবার বা যত্ন পায় না। ফলে এদেশের শতকরা ৫০ ভাগ শিশু স্বল্প ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

- পরিবারে আয়মূলক নানা কর্মকান্ডে নারীর গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ সত্ত্বেও অকৃষি কাজে কর্মরত নারীর গড় মজুরী পুরুষদের তুলনায় মাত্র শতকরা ৪২ ভাগ। একটি সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত যে, নারীরা পুরুষের তুলনায় সপ্তাহে ২১ ঘন্টা বেশি পরিশ্রম করে।

- নারী নির্যাতন আমাদের সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতায় আমাদের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়, পাপুয়া নিউগিনির পর। আমাদের দেশে শতকরা ৪৭ ভাগ নারী জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে পুরুষের দ্বারা নির্যাতিত হয়। মোট নারী হত্যার প্রায় ৫০ ভাগ ঘটে থাকে পারিবারিক সহিংসতার কারনে। শুধু নারীরাই নয় কন্যাশিশু এবং বিধবারাও বিভিন্নমুখী সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য অনুযায়ী গত ২০০২ সালে মোট ৬৮৬ জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। অন্য একটি সমীক্ষা থেকে পাওয়া যায় অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক বিধবাদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ যৌন হয়রানির শিকার হয়।

উল্লিখিত তথ্য থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, নারীর প্রতি অবহেলা ও বৈষম্য শুরু হয় জন্মকাল থেকে। হাজার বছর ধরে চলতে থাকা এই বৈষম্যের কারনে বর্তমানে নারীরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অথচ বিশ্ব আজ স্বীকার করতে শুরু করেছে যে, নারীর সমঅধিকার ও পূর্ণ অংশগ্রহণ মানব সমাজের অগ্রগতির অন্যতম পূর্বশর্ত। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গঠনে নারীরাই মূল চাবিকাঠি। এ জন্য প্রয়োজন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। তাঁদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। এ লক্ষ্যে আমরা প্রত্যেকেই ব্যাক্তিগত পর্যায় থেকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কিছু আশু পদক্ষেপ গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারি:

- শ্রমের ন্যায্য মজুরী প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করব।

- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যথাযথ সুযোগ সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে সহযোগিতা করব।

- নারীদের আত্ম কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করব।

- বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং যৌতুকবিহীন বিয়ে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

- নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

আসুন, আজকের এই নারী দিবসে নারীর সার্বিক অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

প্রচারে : কন্যাশিশু দিবস উদযাপন কমিটি

তারিখ: ৮ মার্চ, ২০০৩